বিষণ্ণ গোধূলি

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনন্দার সঙ্গে কখনোও আমার পরিচয় হয়নি। ওর নাম সুনন্দা কিনা তাও জানিনা। কিন্তু ওর গল্পই যখন আপনাদের শোনাব ঠিক করেছি তখন ওর একটা নাম দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই আমিই ওর নামকরণ করলাম সুনন্দা।

প্রতিদিন অফিস যাওয়ার পথে সুনন্দার সঙ্গে বাসে দ্যাখা হোত, একই বাসে আমরা অফিস যেতাম। যদিও আমার গন্তব্যের বেশ কিছুটা আগে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ও নামত। বাসে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ওর পরিচিতি ছিল। তাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্প করে ও বাসের যাত্রাপথ মাতিয়ে রাখত। এই বাসেই মাঝপথ থেকে ওর কয়েকজন সহকর্মীও উঠতেন। তাদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে ও কোন অফিসে কাজ করে সেটিও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুন্দরী না হলেও ওকে সুশ্রী তো বলা যেতেই পারে। ওকে দেখে মনে হোত, ওর জীবনে কোন অপ্রাপ্তি নেই। জীবনপাত্র পূর্ণ করে সমস্ত পেয়ালা উপচে পড়েছে। মনে মনে বহুবার ভেবেছি কোন ছুতোয় ওর সঙ্গে আলাপ হলে বেশ ভালো হয়। কিন্তু আমার মুখচোরা স্বভাবের জন্যই হয়তো ওর সঙ্গে আলাপের সুযোগ ঘটেনি। সুনন্দাকে ঘিরে আমার মুগ্ধতা আমার মনের মধ্যেই রয়ে গেছে।

দুর্গাপুজোর সময় মণ্ডপে - মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দর্শন কোনদিনই আমার তেমন পছন্দ নয়। চারপাশের ভিড়, কোলাহল উচ্চকিত আলোর রোশনাই সব ব্যাপারটাই হয়তো শারদীয় উৎসবের অঙ্গ, কিন্তু আমার কাছে উৎসবের একটি ব্যক্তিগত অভিধা আছে। তা মোমবাতির মৃদু আলোয় প্রিয়জনের সঙ্গে নিভৃত আলাপচারিতার মগ্নতায় গোপন এবং গভীর। কিন্তু উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো, বিভিন্ন মণ্ডপ সংলগ্ন বিশাল জনস্রোতে সামিল হওয়ার বিরল অভিজ্ঞতা এড়াতে পারলাম না। বন্ধুদের চাপে হাজির হলাম দক্ষিণ কলকাতার এক বিখ্যাত পূজা প্রাঙ্গনে। প্রতিমা দর্শনের জন্য দীর্ঘ লাইন। সুবেশ নারী ও পুরুষের ভিড়ে পুজো মণ্ডপ থৈ থৈ করছে। নিয়ন আলোয় মেয়েদের শাড়ির রং গেছে পালটে। গোধূলির কনে দ্যাখা আলোয় যেমন প্রত্যেক মেয়েকেই সুন্দরী মনে হয় তেমনই এক মায়াবী বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে চারপাশে। যেন এক অপার্থিব পরিবেশে স্বর্গের পরীরা জলকেলিরত। নানান রঙের আলো আর মেয়েদের রূপ মিশে যে অপূর্ব সংশ্লেষ তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের। মনে হয় এখানে না এলে এক বিরল অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম, আবার পরমুহূর্তেই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ লাগে। বেশির ভাগ মেয়েই এসেছে তাদের বন্ধুর সঙ্গে। সর্বাঙ্গ দিয়ে তারা হেসে উঠছে অকারণে। এলিয়টের দুটো লাইন বিড়বিড় করে উঠি : 'দ্য মারমেডস্ আর সিংগিং ইন টু ইন/ আই ডু নট থিংক দে উইল সিং টু মি।'

হঠাৎ একটি চেনা মেয়েকে দেখে চমকে উঠি। আরে সুনন্দা না! কিন্তু সঙ্গে ভদ্রলোক কে, সুনন্দার থেকে বেশ বেঁটে, চোখে কালো চশমা, যেভাবে হাঁটছে মনে হচ্ছে ওর স্বামীই হবে। সুনন্দার হাত ধরে রয়েছে। মনে মনে বলে উঠি সুনন্দার সঙ্গে একটুও মানায়নি। রাতে কালো চশমা পরা কেন, উনি কি দৃষ্টিহীন— সুনন্দার ভাবে ভঙ্গীতে ব্যবহারে কোথাও কোন কুণ্ঠা নেই, সাবলীলতার অভাব নেই— বাসে যেরকম দেখতাম সেরকমই সপ্রাণ সপ্রতিভ চলাফেরা— ওর শরীরী ভাষার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর সঙ্গীর প্রতি ওর অমলিন ভালবাসা। কে বলবে ওর জীবনে কোন দুঃখ হতাশা বা অপ্রাপ্তি আছে। এক অপাপবিদ্ধ শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে— অন্তরের আপন ঐশ্বর্যে কেউ কেউ এমন কোন গভীর অপ্রাপ্তিকেও পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে পারে।

এর পরেও নানা জায়গায় সুনন্দাকে আমি ওর স্বামীর সঙ্গে দেখেছি— প্রতিবারই ওদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। একদিন স্বপ্নের মধ্যেও সুনন্দার সঙ্গে দ্যাখা হোল। পুরীর সমুদ্রে ভয়াল ঢেউয়ের মধ্যে আমি আর সুনন্দা দুলছি। সুনন্দার হাত আমার মুঠোয় ধরা। হঠাৎ অতর্কিতে এক জোরালো ঢেউয়ের ধাক্কায় ওর হাত ছাড়িয়ে যায়। প্রবল ঢেউয়ের বন্যায় ও ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকে। আমি অসহায়ের মতো চিৎকার করে নুলিয়াদের সাহায্য চাই, কিন্তু ততক্ষণে সুনন্দা অনেক দূরে একটা বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। এমন সময় সমুদ্রতটের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো চশমা পরা ভদ্রলোক আমার দিকে দৌড়ে আসছেন, এরপর আমার কাছে এসে আমার জামার কলার ধরে উনি বল্লেন, 'কোথায় আমার স্ত্রী— আপনি ফিরিয়ে দিন আমার স্ত্রীকে।' আমি ক্রমশ ঘামতে থাকি, আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। আমরা দুজনেই ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর সমুদ্রে ডুবে যেতে থাকি। পায়ের তলায় বালির আস্তরণ আস্তে আস্তে সরে যায়। নিদারুণ এক অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করি। সেই মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য এক চরম আকুতি আমাকে ছেয়ে ফেলে, মনে হয় আর একবার যদি বাঁচার সুযোগ পেতাম। হঠাৎই ঘুম ভেঙে যায়, এই ভেবে নিশ্চিন্ত লাগে আমি বেঁচে আছি—স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্নতো আর স্বপ্ন থাকে না, মনে হয় সেটাই সত্যি। বিছানা ছেড়ে উঠে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ি। বাকি রাত আর ঘুম আসে না, শুধু সুনন্দার কথাই মনে পড়ে।

এর মধ্যে চাকরি সূত্রে কলকাতা থেকে আমার অসমে বদলি হয়েছে। নানান ঘটনার স্রোতে সুনন্দার কথা প্রায় ভুলেই গেছি। যদিও ভিন্ন রাজ্য কিন্তু আমি সে জায়গায় গিয়েছিলাম যে জায়গাটি বাঙালী অধ্যুষিত। ফলে অল্প সময়েই পরিচিতি পেতে অসুবিধে হয়নি। কথায় আছে না বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা, আমার অবস্থাও তাই। কোলকাতায় কোন চত্বরে কঙ্কে না পেলেও, এই ছোট জায়গায় যে কোন সভা-সমিতি, সাহিত্যের আসর, সেমিনারে প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সঙ্গে মঞ্চে বক্তৃতার জন্য প্রায়শই ডাক পড়ত। আকাশবাণীতে নিয়মিত অনুষ্ঠান, দূরদর্শন আয়োজিত

সর্বভারতীয় কবি - সম্মেলনে কবিতা পাঠ এই সব নিয়ে মেতে ছিলাম। নিজেকে বেশ একটা কেউকেটা মনে হতে শুরু হয়েছিল। মনেই হোতনা মাত্র কিছুদিন এই শহরে আমার বাস। এই অধমকে ছাড়া যেন এই শহরের যে কোন অনুষ্ঠানই অচল। বেশ রসে বসেই দিনগুলো কাটছিল।

প্রায় সহসাই একদিন অফিসে এসে শুনি আমার কলকাতায় বদলির নির্দেশ এসে গেছে। কলকাতাবাসীর পক্ষে কলকাতায় ফেরা খুব আনন্দের। যদিও সাময়িক মনখারাপ হচ্ছিল। হঠাৎ ভালোবেসে ফেলা এই শহর। যেখানে আমার রাজ্যপাট ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিলো, ছেড়ে যেতে। শেষপর্যন্ত বিষাদ এবং খুশির অভিনব অনুভূতি নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম।

এক সময় যদিও ফ্ল্যাটে থাকতাম কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ির কথা মনে ভাবলেই কীরকম দমবন্ধ লাগে এখন। তাই শহরে উপান্তে অনেক ভেতরে মোটরগাড়ি যে রাস্তায় ঢুকতে পারে না এমন এক দূরবর্তী অঞ্চলে আমার ডেরা। ভেবেছিলাম চারপাশে ফ্ল্যাটবাড়ির উদ্ধত আক্রমণ আমাকে সহ্য করতে হবে না। কিন্তু বিধি বাম। কলকাতায় ফিরে এসে দেখি আমার পাড়ার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলও ফ্ল্যাট সংস্কৃতির অনিবার্য আগ্রাসন এড়াতে পারেনি। বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট এপাশে ওপাশে মাথা উঁচু করে তাদের দর্পিত অস্তিত্ব জাহির করছে। অনেক নতুন মুখের ভিড় বেড়েছে অঞ্চলে, কিন্তু আগে যেমন পাড়ার সবাইয়ের সঙ্গে সবাইয়ের প্রকট না হোক, প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ ছিল, আজ আর তা নেই। এখন যারা পাড়ার নতুন বাসিন্দা তারা কেউ কাউকে চেনেনা। শুধু চেনেনা বলা ভুল, চেনানোর কোন আগ্রহও তাদের নেই। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বেঁচে থাকা। নিজস্ব কুঠুরীতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেই বাকী পৃথিবী হাতের মুঠোয়, ই-মেল আর মোবাইল - এর দৌলতে যে কোন মুহূর্তেই আমরা পৌঁছে যেতে পারি সাত - সমুদ্রপারে কোন প্রিয়জনের কাছে। অথচ মনের দরজা আমরা বন্ধ করে রেখেছি এমন ভাবে যে পাশের ঘরের প্রতিবেশীও আমাদের অচেনা। দু'বছর পরে পুরোন পাড়াও নতুন এবং অচেনা ঠেকছিল আমার কাছে— অফিস থেকে ফেরার সময় মনে হচ্ছিল আমি ঠিক রাস্তায় হাঁটছি তো। এই পাড়াই কী আমার পাড়া, এই বাড়িই কী আমার বাড়ি। এই সব আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ দেখি সামনে দিয়ে একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে সঙ্গে পুরুষ সঙ্গী। খুব চেনা মনে হোল মেয়েটিকে। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্পষ্ট মনে পড়লো সুনন্দা না? হ্যাঁ, এই তো সুনন্দা, সেই আগের মতোই তরতাজা, সপ্রতিভ, উচ্ছল এবং উজ্জ্বল। কিন্তু সঙ্গের মধ্যবয়স্ক দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান এই ভদ্রলোককে তো আগে কখনো দেখিনি। দু'জনে বেশ অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে বলতে একটা নতুন ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলো। মনে মনে অনেক প্রশ্ন গুঞ্জরিত হোতে থাকলো। একটা মুখ বার বার চোখের সামনে ভাসতে থাকলো, কালো চশমা পরা একটি মুখ, পুরোপুরি নির্ভরশীল। কে জানে কোথায় কীভাবে আছেন উনি? বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। 'আদৌ উনি আছেন তো?'

এর পরে প্রতিদিনই আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে দেখতাম সন্ধ্যার সময় সুনন্দা ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটির দিকে এবং বেশ রাত্রিতে আবার দেখতাম ওরা দুজনে ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে দূরে বড় রাস্তার দিকে হেঁটে চলেছে, কোন কোন দিন সুনন্দাকে একাও হেঁটে যেতে দেখেছি।

যখনই ওকে দেখতাম ওর প্রাক্তন স্বামীর কথা জানতে ইচ্ছে হোত, কিন্তু কিছুতেই সেই বিষণ্ণ প্রশ্ন নিয়ে সুনন্দার সামনাসামনি হতে পারিনি। যার সঙ্গে পরিচয়ই নেই তাকে কোন অধিকারে তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করবো? সে যদি ভ্রূকুটির সঙ্গে বলে, 'আপনি কে, আপনাকে তো আমি চিনিনা, আপনি এসব প্রশ্ন করার সাহস পেলেন কোত্থেকে?' কী উত্তর দেবো তখন? লজ্জায় অপমানে মাটিতে মিশে যেতে হবে। কিন্তু সনন্দা জানতেও পারলো না সম্পূর্ণ অজান্তে সমস্ত ভালো মন্দর সঙ্গে আমি কী ভীষণ ভাবে জড়িয়ে গেছি। 'অফিসে বাড়িতে যেখানেই থাকি না কেন, সুনন্দা কী সত্যিই ভালো আছে?' এই একটি প্রশ্ন আমাকে সর্বক্ষণ মথিত করে তোলে যে ভদ্রলোককে ওঁর সঙ্গে দেখি তার সঙ্গে ওর কী ধরনের সম্পর্ক? নিছক বন্ধুত্ব, নাকি দীর্ঘস্থায়ী কোন পরিকল্পনা আছে ওদের। কয়েকজন বন্ধুর কাছে আমার সমস্যার কথা বলতে তারা আমার কথায় কোন পাত্তাই দিল না, ওরা সমস্বরে বলে উঠলো, 'কে না কে এক সুনন্দা যার সঙ্গে আলাপও নেই, তাকে নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কিসের, তোর তো কোন চান্স নেই ও তো অলরেডি একজনের সঙ্গে ফিট হয়ে গেছে'। আমার বন্ধুদের কাথায় আমি খুশি হতে পারি না। আমার সঙ্গে নাই বা হোল আলাপ, আমি শুধু চাই ও ভালো থাকুক, সত্যিই ও ভালো আছে তো? কে দেবে আমার প্রশ্নের উত্তর। সুনন্দা ছাড়া। মাঝে মাঝেই এক দুর্মর ইচ্ছায় উথাল পাতাল হয়ে ভাবতাম এর পরে যখনই যেখানেই দ্যাখা হোক ওকে জিজ্ঞেস করবো ওর জীবনের কথা, ও যাই মনে করুক না কেন, আলাপ না হোলেও রাস্তা ঘাটে বাসস্টপে পূজা মণ্ডপে, বিভিন্ন জায়গায় ওকে যেমন দেখেছি ও কী কোনদিন কখনোও আমাকে লক্ষ্য করেনি? অনধিকার চর্চার জন্য যদি ও আমাকে অপমান করে তবে তা নয় মাথা পেতে নেব, তবু একটা চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?

একদিন মিন্টো পার্কের মোড়ে লাল আলোয় বাসটা থামতেই দেখি সুনন্দা রাস্তা পার হচ্ছে, শেষ বিকেলের অপস্রিয়মান একঝলক রোদ্দুর উদ্ভাসিত হয়ে ওর চিকন মুখমণ্ডলে, শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে দ্রুত বাসের দরজার দিকে এগোতে থাকি নামবার জন্য, কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছনর আগেই সবুজ সংকেতে প্রচণ্ড গতিতে বাস আবার ছুটতে থাকে, বাসের জানালা দিয়ে দেখি সুনন্দা সেই জনবহুল রাস্তায় ছোট হতে হতে ক্রমশ এক বিন্দুতে মিলিয়ে গেল।